মৌলিকভাবে বলতে গেলে, মানব বসতিকে শহর, শহর এবং গ্রাম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। কৃষিভিত্তিক **শ্রেণী কাঠামো** গ্রাম বা গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। এটি জনগণের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবিন্যাস - কৃষি। **ভারতে কৃষিভিত্তিক শ্রেণী কাঠামো** অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির একসঙ্গে কাজ করার ফল। তাই, **ভারতে কৃষিভিত্তিক শ্রেণী কাঠামোর গতিশীলতার** ফলে স্বতন্ত্র শ্রেণী রয়েছে।

ভারতে কৃষি শ্রেণির কাঠামো

স্বাধীনতা-পরবর্তী গ্রামীণ ভারতীয় সমাজকে যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন চতুর্থ শ্রেণীর সঙ্গে তিনটি প্রধান কৃষি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয় যা অকৃষি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনকারী লোকদের নিয়ে গঠিত। তিনটি কৃষিবিদ শ্রেণী হল জমির মালিক, প্রজা এবং শ্রমিক। এ আর দেশাই প্রদত্ত প্রতিটি শ্রেণীর আনুমানিক জনসংখ্যার ভাগ নিম্নরূপ:

- অকৃষি প্রায় 20%।
- জমির মালিক প্রায় 22%।
- ভাড়াটে প্রায় 27%।
- আর কৃষি শ্রমিক আনুমানিক ৩১%

এই **কৃষি শ্রেণী কাঠামোতে,** চাষীদের প্রায় 60% হল

এই **কৃষি শ্রেণী কাঠামোতে,** চাষীদের প্রায় 60% হল প্রান্তিক চাষী যারা 2 হেক্টরের কম জমি চাষ করে, ছোট চাষি যারা 2 - 5 হেক্টর জমিতে কাজ করে তাদের প্রায় 16%, মাঝারি চাষিরা 5 - 10 হেক্টর জমিতে 6%, এবং 10 হেক্টরের বেশি জমির সাথে বড় চাষীরা প্রায় 18%।

সম্পূর্ণ UPSC সিলেবাস **দেখুন**

ভারতে কৃষি শ্রেণির কাঠামোর গতিশীলতা

কৃষি **শ্রেণির কাঠামোর** কিছু সম্পর্ক রয়েছে যা নিম্নলিখিত কারণে গঠিত হয়:

1. আইন দ্বারা প্রয়োগ করা হয়।
2. প্রথাগত রীতি।
3. চরিত্রে ওঠানামা।

ড্যানিয়েল থর্নার ভারতের কৃষি শ্রেণী কাঠামোতে তিনটি কৃষিবিদ শ্রেণীর থিসিসের সাথে একমত হননি । তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে একজন মানুষ কখনও কখনও একসাথে তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিনি নিজের মালিকানাধীন কিছু জমি চাষ করতে পারেন, বড় জমির মালিকের কাছ থেকে আরও কিছু জমি ভাড়া নিতে পারেন এবং জরুরী পরিস্থিতিতে এমনকি অন্য চাষীদের ক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারেন। তাই থ্রোনার **কৃষিভিত্তিক শ্রেণি কাঠামোর গতিশীলতা** বিশ্লেষণের জন্য তিনটি পদ নিয়ে এসেছেন । তারা ছিল:

- **মালিক** : এই শ্রেণীর মানুষ সম্পত্তির অধিকারের মাধ্যমে আয় উপার্জন করে। তারা তাদের মালিকানাধীন জমি অন্য লোকেদেরকে ছেড়ে দিতে পারে যারা মালিককে জমির উৎপাদিত ফসলের শতাংশ প্রদান করে। অথবা মালিকরা কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে জমি চাষ করতে পারে। মালিকরা সাধারণত বিশাল জমির মালিক
- **কিষাণ** : কিষাণ হল কৃষক শ্রেণী, জমিদার বা জমি ছাড়া। কিষানের জমিদার শ্রেণী মালিক শ্রেণীর লোকের মত বড় জমির মালিক নয়। এবং যেখানে মালিক শ্রেণী কৃষি শ্রম করে না সেখানে কিষাণ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত চাষ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রকৃত শারীরিক শ্রমে অংশ নেয়।
- **মজদুর** : এই গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তারা অন্য মানুষের ক্ষেতে কাজ করে তাদের আয় উপার্জন করে। তাদের আয় হল তারা যাদের ক্ষেতে কাজ করে তাদের দ্বারা তাদের দেওয়া মজুরি। যেহেতু এই উপায়ে উপার্জন কম, এই ধরনের লোকেরা সাধারণত আরও লাভজনক ক্যারিয়ারের সন্ধানে অন্য শহরে চলে যায়

DN Dhangre একটি ভিন্ন ধরণের কৃষি শ্রেণী কাঠামো নিয়ে এসেছিলেন । তিনি কাঠামোটিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন, যথা:

1. জমিদাররা।
2. উপ-ভাড়াটিয়া এবং ভাগ চাষি।
3. ধনী কৃষক।

ভারতে কৃষিভিত্তিক শ্রেণি কাঠামোর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এটা হয়েছে বছরের পর বছর সামাজিক প্রথার ফল এবং কখনও কখনও আইন প্রয়োগের কারণে। উদাহরণ স্বরূপ, জমির মালিক এবং ধনী কৃষকরা গ্রামে অত্যধিক অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের উপর অনেক ক্ষমতা রাখতে সক্ষম। এতে দুই শ্রেণীর মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের ধনী জমিদার শ্রেণির অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা রয়েছে । অন্যদিকে, গ্রামের দরিদ্ররা তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থার উপর খুব কমই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এছাড়াও দেখুন:-

- UPSC প্রস্তুতির জন্য টিপস
- কোচিং ছাড়াই UPSC-এর জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন

উপসংহার

ভারতের কৃষিভিত্তিক শ্রেণী কাঠামো একটি অনমনীয় সংগঠন যার সংস্কার প্রয়োজন যদি গ্রামীণ সমাজকে অগ্রগতি করতে হয়। গ্রামের দরিদ্রদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া অনতিক্রম্য। এবং আজ অবধি বাস্তবায়িত স্কিমগুলি এই দিকে খুব একটা ধাক্কা দিতে পারেনি। এই কারণেই ভারতীয় কৃষি শ্রেণীর

গ্রামীণ জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, এবং ভারতকে যদি তার জনসংখ্যার সিংহভাগকে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ থেকে তুলে আনতে হয় তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।